

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের  
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ৮, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩ কার্তিক, ১৪২৭ মোতাবেক ০৮ নভেম্বর, ২০২০

নিম্নলিখিত বিলটি ২৩ কার্তিক, ১৪২৭ মোতাবেক ০৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে  
উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২৫/২০২০

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের  
৬৩নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন,  
২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮  
(২০১৮ সনের ৬৩নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৫) এ উল্লিখিত “হাইড্রোকାର্বনজাত (OH<sup>-</sup>) হাইড্রোক্সিল” শব্দগুলি, বন্ধনী,  
বর্ণগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে “হাইড্রোকার্বনজাত হাইড্রোক্সিল(OH<sup>-</sup>)” শব্দগুলি,  
বন্ধনী, বর্ণগুলি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

( ১১৪৪১ )

মূল্য : টাকা ১২.০০

- (খ) দফা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—
- “(৭ক) ‘এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত’ অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী, ক্ষেত্রমত, অপরাধ আমলে গ্রহণের অথবা বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালত;”;
- (গ) দফা (২৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—
- “(২৬) ‘ব্যক্তি’ অর্থে যে কোনো কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ অথবা অনুরূপ সংঘ বা সমিতিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;”;
- (ঘ) দফা (৩৩) বিলুপ্ত হইবে;
- (ঙ) দফা (৩৪) এর প্রাস্তস্থিত সেমিকোলন চিহ্নের পর “এবং” শব্দ সংযোজিত হইবে;
- (চ) দফা (৩৫) এর প্রাস্তস্থিত সেমিকোলন চিহ্নের পরিবর্তে দাঁড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং “এবং” শব্দ বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (ছ) দফা (৩৬) বিলুপ্ত হইবে।

৩। ২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “কাস্টমসের পরিদর্শক” শব্দগুলির পরিবর্তে “কাস্টমসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত—

- (ক) “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “উক্ত আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর—

- (ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “সকল কর্তৃপক্ষ” শব্দগুলির পরিবর্তে “অন্যান্য সংস্থা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত—

- (ক) “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে” শব্দগুলির পরিবর্তে “আদালতকে” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

- (অ) দফা (ক) তে উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (আ) দফা (খ) তে উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দের পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঙ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (চ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর—

- (ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (গ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (২) এর—
- (অ) “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (আ) প্রথম শর্তাংশে উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ই) দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১১। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর সারণির—
- (অ) ক্রমিক নং ১৬ এর বিপরীতে (২) নং কলামের এম্ফিতে উল্লিখিত “উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ)” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, সংখ্যা ও বর্ণের পরিবর্তে “অথবা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ)” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, সংখ্যা ও বর্ণ প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (আ) ক্রমিক নং ২৮ এর বিপরীতে (২) নং কলামের এম্ফিতে উল্লিখিত “ধারা ১০” শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে “ধারা ৯” শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম সংশোধন।—উক্ত আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনামে উল্লিখিত “ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও অপরাধের বিচার” শব্দগুলির পরিবর্তে “মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৪ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৪৪। অপরাধের বিচার, ইত্যাদি।—(১) এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উহার এখতিয়ারাধীন এলাকার জন্য, কেবল মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচারের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত নির্দিষ্ট করিবেন।”।

১৪। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৫ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ বিলুপ্ত হইবে।

১৫। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (খ) তে উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (গ) তে উল্লিখিত “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ, দুইবার উল্লিখিত, “ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পরিবর্তে, উভয় স্থানে, “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৪৮। বিচারের বিশেষ পদ্ধতি।—এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক কারাদণ্ড না হইলে, সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২২ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।”।

১৭। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এ উল্লিখিত “ট্রাইব্যুনালে” শব্দের পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে” শব্দগুলি এবং “ট্রাইব্যুনাল” শব্দের পরিবর্তে “উক্ত আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৫০। বিচারার্থীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত জড়িত অন্য অপরাধের বিচার।—এই আইনের অন্য কোনো বিধান অথবা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারার্থীন কোনো মামলার মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ যদি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত অন্য অপরাধের বিচার বিচারার্থীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত একই সজ্জা হওয়া উচিত, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটি বিচারার্থীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত, যতদূর সম্ভব, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে একই সজ্জা বিচার্য হইবে।”।

১৯। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(১) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচার সমাপ্ত করিতে হইবে।”;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “ট্রাইব্যুনাল” শব্দের পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “ট্রাইব্যুনাল” শব্দের পরিবর্তে “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৫৩। আপিল।—এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে, রায় প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, আপিল করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, রায়ের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে সময় অতিবাহিত হইবে উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে।”।

২১। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৪ তে উল্লিখিত “বিচার ও ” শব্দগুলির পর “আপিল” শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

২২। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৫৫। মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে আইনানুগ অনুমান (presumption)।—যদি কোনো ব্যক্তির নিকট অথবা তাহার দখলকৃত বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো স্থানে কোনো মাদকদ্রব্য সেবন, অন্য কোনোভাবে মাদকদ্রব্য ব্যবহার বা প্রয়োগ অথবা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি অথবা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বা উপাদান পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, ভিন্নতর প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে, এই আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।”।

### উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮’ গত ১৪-১১-২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং ২৭-১২-২০১৮ তারিখে কার্যকর হয়।

০২। ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮’-এর ৪৪ ধারায় মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচারের নিমিত্ত বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ বা দায়রা জজকে নিয়ে মাদকদ্রব্য অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধির ২২ অধ্যায়ে ২৬০ ধারা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বিচারের এখতিয়ার শুধু মেট্রোপলিটন ও ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রদান করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বা দায়রা জজকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের এখতিয়ার প্রদান না করায় ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮’-এর ৪৪ ধারা অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা যায়নি এবং মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচার কার্যক্রমের বিচারিক আদালত নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রেক্ষাপটে আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ সংশোধনপূর্বক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট (মাদক) আদালত হিসেবে দ্রুত বিচার আদালত গঠনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ হতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

০৩। বর্ণিত জটিলতার কারণে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় মাদকদ্রব্য অপরাধ মামলার বিচারকার্য বিদ্যমান আদালতে দায়ের করা হলে মামলার বিচার কাজ পরিচালনার এখতিয়ার তথা আদালতের Jurisdiction নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে Criminal Miscellaneous Case No 40388/2019 দায়ের হয়। উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট হতে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হয় :

“মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৪৪ অনুসারে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা কিংবা গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে বিকল্প আদালতকে ক্ষমতা না দেয়া অথবা ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত আইনের বিধান সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অধীনে দায়েরকৃত সকল মামলার বিচারিক কার্যক্রম ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ৫(২) অনুসরণে ঐ কার্যবিধির ২য় তফসিলে উল্লিখিত ‘অন্যান্য আইনসমূহের অধীনে অপরাধ (Offences against other laws)’ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।”

০৪। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য অপরাধে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং আইনগত জটিলতা পরিহারে আইন ও বিচার বিভাগের পরামর্শ মতে বিদ্যমান আইন সংশোধনের জন্য সকল প্রক্রিয়া প্রতিপালন সাপেক্ষে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ এর খসড়া প্রণয়ন করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণকরতঃ তা গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে মন্ত্রিসভা তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন প্রদান করে। বিলাটির সাথে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত না থাকায় মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অগ্রিম সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি।

০৫। প্রস্তাবিত 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০'-এর অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট উহার এখতিয়ারাধীন এলাকার জন্য কেবল মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচারের নিমিত্ত প্রয়োজনে, এক বা একাধিক এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত নির্দিষ্ট করবেন। ফলে মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন হবে।

০৬। 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এ ২২টি ধারা রহিয়াছে।

০৭। এমতাবস্থায়, 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইল।

আসাদুজ্জামান খান  
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান  
সিনিয়র সচিব।